ইত্তেফাক

তারিখ ... ২১।৫।৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সরকারী বিধান লংঘন করিয়া হাজার হাজার কর্মচারী নিয়োগ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সংস্থাপন মন্ত্রী মেঃ জেঃ (অবঃ) মজিদউল হক গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৯৭৯ সনের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নিয়োগ বিধি ছাড়াই কয়েক হাজার পদে এডহক ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। কমিশন মনে করেন যে, নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মচারী ছাড়া নিতান্ত অস্থায়ী ও সাময়িক ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের দ্বারা সরকারী দফতরসমূহে কর্মদক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এরূপ ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলিতে দেওয়া হইলে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উপরও অবিচার করা হয়। প্রজাতন্ত্রের সকল পদের নিয়োগ বিধি নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করার সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও নিয়োগ বিধি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনীহা পরিলক্ষিত হয়।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৯৭৬ সনের প্রথমভাগে কমিশন শিক্ষা পরিদফতরের অধীনস্থ ৭ শত ৪৮টি প্রভাষক পদের জন্য প্রার্থীর নাম সুপারিশ করে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ স্থগিত রাখিয়া সরকার কমিশন কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত প্রার্থীদের নিয়মিত নিয়োগপত্র দান করেন। বিগত দুই বৎসরের বার্ষিক

(৮ম পৃঃ ১এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী বিধান লংঘন

(১ম পৃঃ পর)

রিপোর্টে এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। তবে এই পর্যন্ত বিধি বহির্ভূত নিয়োগগুলি বাতিল করা বা আইনানুগ করার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে কিনা কমিশন ইহা অবগত নন। কমিশন বিশেষ উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীদের আদৌ নিয়োগ করা হয় নাই অথবা নিয়োগ অস্বাভাবিক বিলম্বিত করা হইয়াছে। এই সকল শূন্যপদে অনেক ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অমনোনীত ব্যক্তিদের বিধি বহির্ভূতভাবে মাসের পর মাস চাকুরীতে বহাল রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রিপোর্টে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।